জাতীয় বাজেট ২০২৩-২০২৪: সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্য

বাস্তবায়নে

BAMU
Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

কারিগরি সহায়তায়

Funded by the European Union

50 Years of EU-Bangladesh Partnership

Global Gateway

সহযোগিতায়: DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৩

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১. প্রেক্ষাপট ও স্বাস্থ্য বাজেটের উল্লেখযোগ্য দিক

স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৬টি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উন্নয়ন পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "মানব স্বাস্থ্য হল উন্নয়ন"। ইতোমধ্যে কোভিড-১৯ এর পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে ১৬টি জাতীয় গাইডলাইন, ২৯টি নির্দেশিকা, ৪টি এসওপি, এবং ১৩টি গণসচেতনতামূলক উপকরণ তৈরী করা হয়েছে। কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোতে ১২ হাজার ৮৬০টি শয্যা এবং ১ হাজার ১৮৬টি আইসিইউ স্থাপন করেছে সরকার। এছাড়া সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতালে কমপক্ষে ৫টি শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সারাদেশে ১৬২টি পরীক্ষাগারে আরটিপিসিআর টেস্ট করা হচ্ছে এবং ৬৬৬টি কোভিড-১৯ র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট সেন্টারের মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমান সরকার 'সবার জন্য সুলভ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্বাস্থ্য সেবা' এবং স্বাস্থ্যখাতে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জনের পর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এর আওতায় টিকাদান কর্মসূচী ইপিআই এর ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ইপিআই এর আওতায় ছিল ২ শতাংশ শিশু, যা বর্তমানে ৯৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া কৈশোরকালীন জন্মহারকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ২০১৭-২০৩০ সাল মেয়াদের জন্য একটি 'জাতীয় কৈশোর স্বাস্থ্যকৌশলপত্র' অনুমোদিত হয়েছে এবং বর্তমানে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে।

এছাড়া প্রান্তিক জনগণের কাছে সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর কার্যকর মাধ্যম হিসেবে এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৩৮৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে দেশব্যাপী প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে মোট ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়, এবং ২০০০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় প্রথম কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়।

স্বাস্থ্য খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের আওতায় সাধারণ জনগণের জন্য উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যা এবং ৬টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালসহ বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে শয্যাসংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউটে 'স্কিন ব্যাংক' এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর কৌশল হিসেবে জনবলের সংখ্যা ও গুণগতমানের উন্নয়ন সাধন করছে সরকার। এ পরিকল্পনা ও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিকিৎসা ও নার্সিং শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

২. প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্য খাত

২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে মোট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪.৫ শতাংশ, যা আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৯ হাজার ৭৪৯ কোটি টাকা (লেখচিত্র ১)। আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩৮ হাজার ৫২ কোটি টাকা (লেখচিত্র ১)। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে ২৭.৯ শতাংশ (লেখচিত্র ১)।

লেখচিত্র ১: বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ

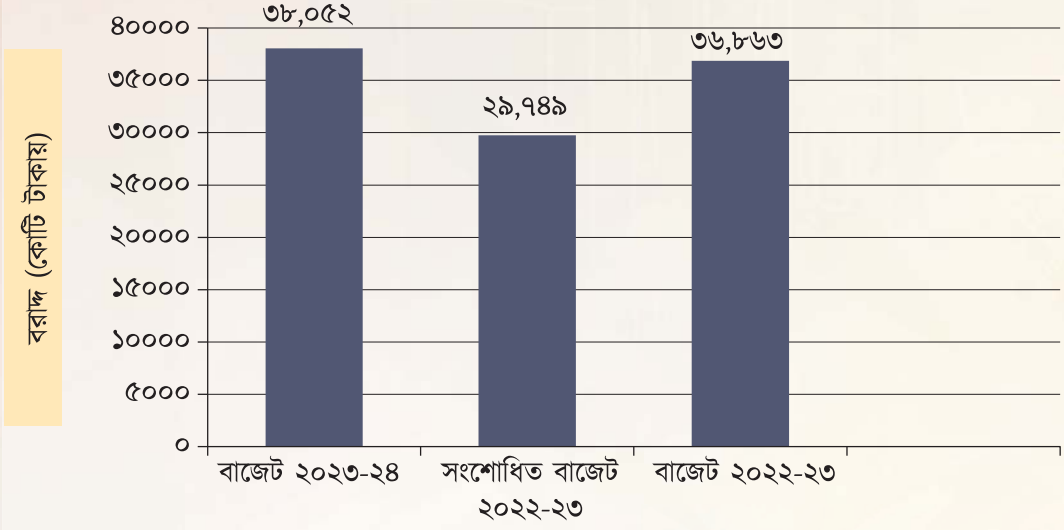

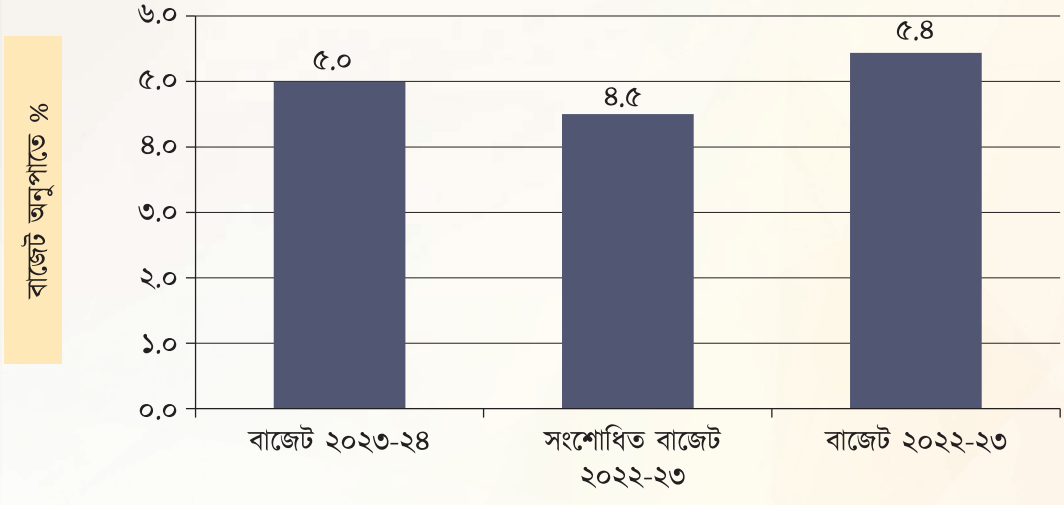

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২, পৃ. ১০

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ

আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্বাস্থ্য খাতের জন্য মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ১৫ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা যা মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বরাদ্দের ৫.৯ শতাংশ। বিভাগওয়ারী বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জন্য বরাদ্দ ১২ হাজার ২০৯ টাকা (লেখচিত্র ২)। অপরদিকে, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য এ বরাদ্দের পরিমাণ ৩ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা (লেখচিত্র ২)।

লেখচিত্র ২: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দ প্রস্তাবনা

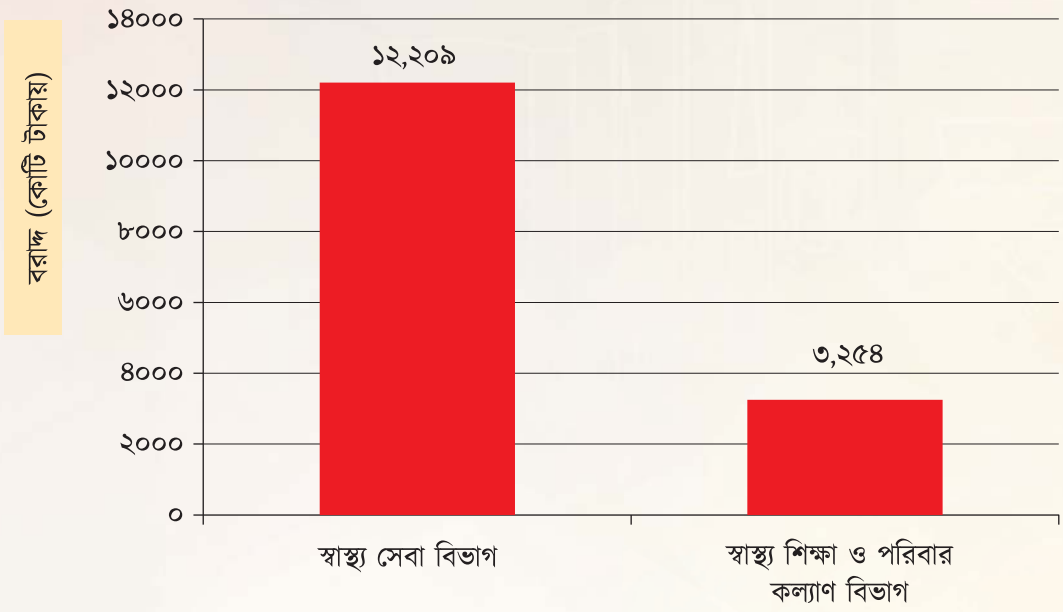

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৩-২৪, বিবরণী-১০, পৃ. ৫৫

৪. উপসংহার

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার যুক্ত খাতগুলোর অন্যতম। এ লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্রান্তিক ও শহর পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং আধুনিকায়ন, দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির বর্ধিত ব্যবহার ইত্যাদি। স্বাস্থ্য খাতে ২০২৩-২৪ সালের বাজেটের সফল বাস্তবায়ন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাস্থ্য খাতের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.